ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

খলিফাতুল মুসলিমিন

আলি

ইবনু আবি তালিব রা.

[শেষ খণ্ড]

খলিফাতুল মুসলিমিন

আলি

ইবনু আবি তালিব রা.

[শেষ খণ্ড]

মূল : ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদ : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

সম্পাদক : আবুল কালাম আজাদ

কালান্তর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২০

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৬০০, US $ 15. UK £ 10

প্রচ্ছদ : আবুল ফাত্তাহ
নামলিপি : সাইফ সিরাজ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978 984 90473 4 6

Ali Ibn Abi Talib Ra. (2nd part)
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

সূচি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাহাবিদের উক্তি শরিয়তের দলিল ৯

পঞ্চম অধ্যায়

আলির খিলাফতকালে রাজ্যব্যবস্থা ২১

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজ্যসমূহ ২৩

এক : মক্কা মুকাররামা ২৩
দুই : মদিনা মুনাওয়ারা ২৪
তিন : বাহরাইন ও আম্মান ২৫
চার : ইয়ামেন ২৬
পাঁচ : সিরিয়া ২৭
ছয় : জাজিরা ৩২
সাত : মিসর ৩৩
আট : বসরা ৫০
নয় : কুফা ৬০
দশ : পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহ ৬২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গভর্নর নিয়োগ ৬৯

এক : উসমানের গভর্নর এবং আত্মীয়দের গুরুত্বপূর্ণ পদায়নে আলির... ৬৯
দুই : গভর্নরদের ওপর নজরদারি ও নির্দেশনা ৮১
তিন : আলির শাসনামলে গভর্নরদের অধিকার ৮৩
চার : আলির প্রশাসনিক কিছু দূরদর্শিতা ১০১

ষষ্ঠ অধ্যায়

উষ্ট্রের ও সিফফিনের যুদ্ধ এবং তাহকিমের ঘটনা ১০৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

উষ্ট্রের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট **১১৬**

এক : ফিতনা সৃষ্টিতে সাবায়িদের ভূমিকা ১১৭
দুই : উসমান-হত্যার কিসাস নিয়ে সাহাবিদের মতবিরোধ ১২৬
তিন : কিসাস বিষয়ে তালহা, জুবায়ের, মুআবিয়া ও আয়েশার দৃষ্টিভঙ্গি ১২৮
চার : ফিতনা থেকে দূরে থাকা ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গি ১৪১
পাঁচ : পরিস্থিতি স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত কিসাস স্থগিতের ... ১৫৫
ছয় : জুবায়ের, তালহা, আয়েশা ও তাঁদের সঙ্গীদের বসরার উদ্দেশে যাত্রা ১৬৫
সাত : কুফার দিকে আলির যাত্রা ১৮৪
আট : সন্ধির প্রচেষ্টা ১৯৪
নয় : যুদ্ধের নেপথ্যে ১৯৭
দশ : আয়েশা ও আলি রা. ২২১
এগারো : জুবায়ের ইবনুল আওয়ামের জীবন ও শাহাদাত ২৪১
বারো : তালহা ইবনু উবায়দিল্লাহর জীবন ও শাহাদাত ২৬৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সিফফিনযুদ্ধ **২৭৪**

এক : যুদ্ধপূর্ব দৃশ্যপট ২৭৪
দুই : যুদ্ধের সূচনা ২৮৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাহকিম **৩১৬**

এক : আবু মুসা আশআরির জীবনী ৩১৭
দুই : আমর ইবনুল আসের জীবনী ৩৩০
তিন : তাহকিম তথা সালিশি বোর্ডের চুক্তিনামা ৩৪০
চার : তাহকিমের চুক্তিনামার প্রচলিত ঘটনা ও তার খণ্ডন ৩৪৩
পাঁচ : ইসলামি রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধানে তাহকিমের ঘটনা হতে প্রাপ্ত শিক্ষা ৩৫৬
ছয় : প্রথম যুগের মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধের ব্যাপারে আহলুস... ৩৫৮
সাত : সাহাবিদের ইতিহাস বিকৃতকারী কিছু গ্রন্থ ৩৬৫

আট : প্রাচ্যবিদ এবং ইসলামের ইতিহাস ৩৭৫

সপ্তম অধ্যায়

খারেজি ও আলির জীবনের শেষ দিনগুলো ও শাহাদাত ৩৮১

প্রথম পরিচ্ছেদ

খারেজিদের উৎপত্তি ও পরিচয় ৩৮৩

এক : খারেজিদের উৎপত্তি ও পরিচয় ৩৮৩
দুই : খারেজিদের নিন্দায় বর্ণিত সহিহ হাদিসসমূহ ৩৮৮
তিন : খারেজিদের পলায়ন এবং ইবনু আব্বাসের মুনাজারা-বিতর্ক ৩৯৪
চার : মুনাজারার জন্য আলির বের হওয়া এবং কুফায় তাদের সঙ্গে তাঁর... ৪০১
পাঁচ : নাহরাওয়ান অভিযান ৪০৯
ছয় : আলির যুদ্ধের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফিকহি মাসায়িল ৪২০
সাত : খারেজিদের উল্লেখযোগ্য নিদর্শনাবলি ৪২৭
আট : খারেজিদের কিছু ভ্রান্ত আকিদা ও চিন্তাধারা ৪৩৭
নয় : কতেক সাহাবির দোষচর্চা এবং উসমান ও আলির তাকফির ৪৫৩
দশ : বর্তমান যুগে খারেজিদের প্রাদুর্ভাব এবং তাদের কিছু লক্ষণ ৪৫৯
এগারো : বর্তমান যুগে খারেজিদের ভ্রান্তি এবং বিকৃত চিন্তার কিছু নিদর্শন ৪৭৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আলির জীবনের শেষ দিনগুলো ও শাহাদাত ৪৯৮

এক : নাহরাওয়ান অভিযানের ফল ৪৯৮
দুই : বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য আলির উদ্দীপ্তকরণ ও মুআবিয়ার সঙ্গে... ৫০২
তিন : শাহাদাত লাভের দুআ ৫০৬
চার : আলি রা. তাঁর শাহাদাতের বিষয়টি জানতেন ৫০৮
পাঁচ : আলির শাহাদাত হতে প্রাপ্ত শিক্ষা ও তাৎপর্য ৫১১

পরিশিষ্ট ৫৩৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাহাবিদের উক্তি শরিয়তের দলিল

সাহাবিগণের মতামত সম্পর্কে মাজহাবের ইমামগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, অধিকাংশ উসুলবিদ তথা মূলনীতি প্রণেতাদের মতে সাহাবিগণের মতামত দলিল কি-না, এ ব্যাপারে মতভিন্নতা রয়েছে। ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহ. সাহাবিগণের মতামত দলিল হওয়ার ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করেছেন।[১]

এতে কোনো সন্দেহ নেই, সকল সাহাবি বিশেষ করে যাঁরা তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়, ইলম এবং সেটাকে গভীরভাবে অনুধাবনের যোগ্যতার ব্যাপারে যাঁরা অগ্রগামী, তাঁরা ছিলেন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বলেছেন, 'তাঁদের অন্তর ছিল অত্যধিক নিষ্ঠাপূর্ণ। উম্মতের সবচেয়ে পবিত্র আত্মার মানুষ ছিলেন তাঁরা। তাঁদের ছিল গভীর ইলম। অন্তর ছিল কোমল। উন্নত পথের দিশারি। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলের সাথি হিসেবে এবং দীন প্রতিষ্ঠার অগ্রসেনানী হিসেবে তাঁদের বাছাই করেছেন। সুতরাং তাঁদের মর্যাদা ও সম্মান দাও। তাঁদের অনুসরণ করো। কেননা, তাঁরাই সিরাতুল মুসতাকিম তথা সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত।'[২]

ইবনু মাসউদের উপরিউক্ত উক্তি দ্বারা বোঝা যায়, সাহাবিগণই এই উম্মাহর গভীরতম ইলম ও সঠিক প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। পরবর্তী লোকদের ইলম তাঁদের ইলমের চেয়ে ওই পরিমাণ কম, যতটা কম তাঁরা সাহাবিগণের মর্যাদার তুলনায়।[৩]

বিষয়টি যেহেতু এতটাই স্পষ্ট, যার প্রমাণের প্রয়োজন নেই। তাই যেসব উপাদানের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁদের সেই উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন, সে-সবের ব্যাপারে আমরা আলোচনা করব।

---

[১] *ইলামুল মুআক্কিয়িন* : ৪/১২০।

[২] *শারহুস সুন্নাহ* : ১/২১৪-২১৫।

[৩] *ইলামুল মুআক্কিয়িন* : ৪/১৪৭।

১. সরাসরি রাসুল থেকে দীন শেখা

সরাসরি রাসুল থেকে দীন শেখার ফলে দীনের বুঝের ক্ষেত্রে কয়েকটি কারণে তাঁরা অগ্রগামী ছিলেন। যথা :

ক. সন্দেহ ও পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত ইলমের উৎস

সরাসরি রাসুল থেকে দীন শেখার ফলে তাঁরা আল্লাহর ওহির ইলম সম্পূর্ণ সজীব অবস্থায় পেয়েছেন এবং রাসুলের কথা সরাসরি তাঁর মুখ থেকে শুনেছেন। তাঁদের ইলম যাবতীয় সন্দেহ ও পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত ছিল। কুরআন এবং বিশুদ্ধ সুন্নাহর শিক্ষা ছিল সেটা। এতে ছিল না মানুষের ব্যক্তিগত মতের মিশ্রণ এবং পরবর্তী যুগের অন্যান্য জ্ঞান—দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদির কোনো প্রভাব।

খ. বোধের গভীরতা

এটা স্বীকৃত সত্য যে, তাঁদের শিক্ষক রাসুল ﷺ ছিলেন সবচেয়ে প্রাঞ্জল ও স্পষ্টভাষী। তাঁর ফিকহ ও দীনের বুঝ ছিল সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ। সুতরাং এ সকল উপাদানের সঙ্গে যদি একটি মনোযোগী শ্রবণশীল কান, সুস্থ বোধশক্তিসম্পন্ন মস্তিষ্ক, সত্যানুরাগী অন্তঃকরণ দ্বারা শোনা ও শেখা হয়ে থাকে, তবে কি তাতে সন্দেহ বা পঙ্কিলতার লেশমাত্র থাকতে পারে? নিঃসন্দেহে তাঁরা যা শুনতেন সম্পূর্ণ মনোযোগসহকারে শুনতেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্য বুঝতেন।

বিষয়টি সম্পূর্ণ স্পষ্ট। কারণ, আমরা দেখতে পাই, সাধারণ মানুষ নিজেদের জীবনে এবং ইলম অনুসন্ধানকারীরা যখন ইলম তালাশ করেন, তখন তারা ইলমের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম আলিমদের তালাশ করে থাকেন, যারা ভালোভাবে মাসআলা বুঝতে ও বুঝাতে সক্ষম। আল্লাহর অনুগ্রহে এবং যোগ্য উসতাজের কার্যকারী প্রশিক্ষণের ফলে বিখ্যাত বহু ছাত্র ইলমের জগতে আলোকপ্রভা হিসেবে দীপ্তি ছড়িয়ে যাচ্ছেন।

আমরা জানি, কোনো মানুষের পক্ষে রাসুলের সমমানের হওয়া সম্ভব নয়। এমনকি তিনি যে উন্নত পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করতেন, তার ১০ ভাগের এক ভাগও অর্জন সম্ভব নয়। এ কারণে মুআবিয়া ইবনুল হাকাম রা. সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিলেন,' তাঁর জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। আমি পূর্বাপর কখনোই তাঁর থেকে উত্তম শিক্ষক দেখিনি।'[৪]

---

[৪] সহিহ মুসলিম : কিতাবুল মাসাজিদ : ৩৩।

গ. দৃঢ়বিশ্বাস

রাসুলের মুখ থেকে তাঁরা যা শুনেছেন ও বুঝেছেন, তার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁদের ইলমের ভিত্তি। পক্ষান্তরে পরের যুগের মানুষের ইলম পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল ছিল।

ঘ. বিধান অবতীর্ণের পটভূমি সম্পর্কে অবগতি

পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার প্রেক্ষাপট, হাদিসে নববির পটভূমি, কোন আয়াত রহিত এবং কেন রহিত, তাঁরা তা জানতেন। শরিয়তের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁরা সম্যক অবগত ছিলেন।

ঙ. রাসুলের কাজ সরাসরি দেখা

রাসুলের কার্যক্রম সরাসরি দেখার মাধ্যমে তাঁর কথার বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা, কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা এবং শরিয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তাঁরা বিস্তারিত বুঝতেন।

চ. কঠিন মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা

কঠিন ও দুর্বোধ্য মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা উত্তর পেয়ে যেতেন। এটা তাঁদের জন্য সহজ ছিল।

২. আরবিভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শিতা

সাহাবিগণ নিজেরা আরবিভাষী হওয়ায় কুরআনের আয়াত ও হাদিসে কী বুঝানো হয়েছে, তাঁরা তা বুঝতে পারতেন। পরবর্তী প্রজন্মের মতো তাঁদের আরবি-ব্যাকরণ ও মূলনীতি বোঝার পেছনে পড়ে থাকতে হয়নি। তাঁরা এসবের মুখাপেক্ষী ছিলেন না।

৩. ইখলাস ও তাকওয়া

তাকওয়া ও ইখলাসের বদৌলতে অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁরা অনেক উপকারী ইলম অর্জন করতে পেরেছিলেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾

আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহই তোমাদের শিক্ষা প্রদান করেন। [সুরা বাকারা : ২৮২]

মোটকথা, উপরিউক্ত উপাদানসমূহ সাহাবিদের মধ্যে বিদ্যমান থাকায় তাঁরা পরিপূর্ণ ও দৃঢ়তর দীনি ফিকহ ও দূরদৃষ্টির অধিকারী হতে সক্ষম হন। ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহ. বলেছেন, 'দীনের ব্যাপারে আমাদের অনুভূতি যদি আমরা তাঁদের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে দেখা যাবে নিঃসন্দেহে তাঁরাই ছিলেন সবচেয়ে বিশুদ্ধ অন্তর ও গভীর ইলমের অধিকারী। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত সহজ-সরল। নববি নুরের সংস্পর্শে ধন্য হয়েছেন তাঁরা। তাঁদের জবান ছিল সত্য-ন্যায়ের অনুরাগী। পেয়েছিলেন সুযোগ্য শিক্ষক। তাঁদের বিবেক ছিল সতেজ। নিয়ত ছিল উত্তম। তাঁদের কাছে আরবিভাষা ছিল সহজ। তাঁরা সেগুলোর সঠিক অর্থ জানতেন। তাঁদের ক্ষেত্রে হাদিসের রাবির প্রকৃতি ও মান যাচাই করার দরকার হতো না। হাদিসের বর্ণনাক্রমও দেখার প্রয়োজন পড়ত না। হাদিসের বর্ণনাকারী বা সনদে কোনো ত্রুটি আছে কি না, দীনের মৌলিক বিষয়ের সঙ্গে সেগুলো মিলিয়ে দেখা কিংবা ইসলামি আইনবিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখারও প্রয়োজন পড়ত না। তাঁদের সামনে কেবল দুটি বিষয় ছিল :

১. আল্লাহ এবং রাসুল ﷺ বলেছেন।

২. সেসব বাণীর মর্ম এই।

এই মহামূল্যবান সম্পদ লাভের ক্ষেত্রে উম্মতের মধ্যে তাঁদের তুলনা চলে না। কারণ, কেবল এ দুটি ক্ষেত্রে তাঁদের সব শক্তি, জ্ঞান এবং যোগ্যতা ব্যয় হয়েছিল; কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের আলিমগণের প্রচেষ্টা এবং মনোযোগ বিভিন্ন খাতে বিক্ষিপ্ত ছিল। আরবিভাষা শেখা এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনে তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার এক বড় অংশ ব্যয় হতো। ইলমের বিভিন্ন শাখার মৌলিক জ্ঞান অর্জনে তাঁরা সচেষ্ট হতেন। বর্ণনার ধারাবাহিকতা ও বর্ণনাকারী সম্পর্কে সময় ব্যয় করতে হতো। যাঁদের কাছ থেকে শিখতেন তাঁদের রচিত কিতাবাদি নিরীক্ষার প্রয়োজন দেখা দিত। শায়খদের সংখ্যা ছিল অনেক। তাঁরা কী বুঝিয়েছেন, সেগুলো বুঝতে হতো। এভাবে সকল ধাপ অতিক্রম করে তাঁরা রাসুলের হাদিস পর্যন্ত পৌঁছাতেন। প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় যখন তাঁরা সেখানে পৌঁছাতেন, তখন নিজের সব শক্তি-সামর্থ্য হারিয়ে ফেলতেন। পরে যে শক্তি-সামর্থ্য অবশিষ্ট থাকত, তা দিয়ে হাদিসের খুব কম অংশই বর্ণনা করতে পারতেন।'[৫]

সুতরাং প্রমাণিত হলো, আল্লাহ তাআলা রাসুলের সাহাবিগণের জন্য বোঝা ও শেখার এমন মাধ্যম দিয়েছিলেন, যার ফলে তাঁরা গভীর জ্ঞান ও বোধের অধিকারী হতে

[৫] *ইলামুল মুআক্কিয়িন* : ৪/১৪৯।

সক্ষম হন। সুতরাং তাঁরা শরিয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশি জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। কারণ, শরিয়তের লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান এবং তা থেকে মাসআলা উদ্ঘাটনের উপায় বের করা। নিঃসন্দেহে এটি সাহাবিগণ সবচেয়ে নিখুঁত পদ্ধতিতে অর্জন করতে পেরেছিলেন।[*]

ইমাম শাতিবি রাহ. বলেন, 'সাহাবিগণ কুরআনের অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। তিনি আরও বলেন, শরিয়ত বোঝা এবং এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা লাভের ক্ষেত্রে তাঁরা আমাদের অনুসরণীয় আদর্শ।'[১]

সাহাবিগণের ইলমি শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা-সংক্রান্ত উপরিউক্ত ভূমিকার পর জেনে রাখা চাই, সাহাবিদের মতামত দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে কি না, এ প্রসঙ্গে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। এ ব্যাপারে পাঁচটি প্রসিদ্ধ অভিমত রয়েছে; কিন্তু সেগুলো উল্লেখের পূর্বে আমরা আলোচনার মূল বিষয়ে ধারণা রাখতে চাই।

১. এ বিষয়ে সবাই একমত, ইজতিহাদি মাসআলার ক্ষেত্রে কোনো একজন সাহাবির উক্তি মানা করা অন্য কয়েকজন সাহাবির জন্য বাধ্যতামূলক নয়—চাই মতামত প্রদানকারী সাহাবি প্রশাসক, ইমাম কিংবা মুফতি হন।

২. কোনো সাহাবি যদি মত প্রদান করেন এবং অন্যরা তাঁর সঙ্গে একমত হন, তাহলে সেখানে বিতর্কের সুযোগ নেই। কারণ, সেখানে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

৩. কোনো সাহাবি যদি মত প্রকাশ করেন এবং বিপরীতে কেউ বিরোধিতা করেছেন বলে কিছু পাওয়া না যায়, তাহলে সেখানে মৌন ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

৪. এ বিষয়ে সবাই একমত, একজন সাহাবির মতের বিপরীতে অন্য সাহাবি ভিন্নমত পোষণ করলে সেটি মানা তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

৫. কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমা যদি কোনো সাহাবির মতের ভিত্তি হয়, তাহলে সেটা মান্য করা বাধ্যতামূলক হবে। কারণ, তিনি যে ভিত্তিগুলোর ওপর মত প্রদান করেছেন, সেগুলো মানা বাধ্যতামূলক।

৬. কোনো সাহাবি ফাতওয়া দেওয়ার পর তা প্রত্যাহার করে নিলে সেটি দলিল হিসেবে বিবেচ্য হবে না।

---

[*] *মাকাসিদুশ শারিআতিল ইসলামিয়া*, আলইউবি : ৬০১।

[১] *আল-মুওয়াফাকাত* : ৩/৪০৯।

যেসব ইজতিহাদি ব্যাপারে সাহাবিগণ মতামত দিয়েছেন, তা নিয়েই আলিমদের মাঝে মতভেদ তৈরি হয়েছে। এরপর তার মতের সঙ্গে একমত বা ভিন্নমত পোষণ করার বিষয়টি জানা না গেলে এবং সেই মতটি পরিচিত নাকি অপরিচিত, কিংবা তিনি নিজেই সে বিষয়ে অন্য কারও সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন কি না"—কোন পরিপ্রেক্ষিতের কী বিধান, এই বিষয়ে আলিমগণের পাঁচটি বিখ্যাত উক্তি রয়েছে :

১. সাহাবিদের উক্তি দলিল। এটা ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফিয়ির প্রাক্তন অভিমত। এক বর্ণনা অনুসারে, ইমাম আহমাদ এই মত পোষণ করেছেন। হানাফিদের মধ্যেও অধিকাংশ আলিম ও ফকিহ এই মত পোষণ করেছেন। হাম্বলিদের মধ্যে ইবনু আকিল, শাফিয়িদের মধ্যে আলায়ি,[9] খতিবে বাগদাদিও এই মত পোষণ করেছেন। ইবনুল কাইয়িম তাঁর *ইলামুল মুওয়াক্কিইন* গ্রন্থে এবং শাতিবি তাঁর *আল মুওয়াফাকাতে* এবং ইবনু তাইমিয়া তাঁর *ফাতাওয়া* গ্রন্থে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[10]

২. সাহাবিদের উক্তি এমন দলিল নয়, যা মান্য করা বাধ্যতামূলক। এটা ইমাম শাফিয়ির দুই অভিমতের একটি। এক বর্ণনা অনুসারে আমিদি, রাজি, গাজালি এবং আহমাদ এটা সমর্থন করেছেন।[11]

৩. ইজতিহাদি (গবেষণাধর্মী) মাসআলা না হলে সাহাবিদের উক্তি এমন দলিল, যা মান্য করা বাধ্যতামূলক। অনেক হানাফি আলিম এই মত সমর্থন করেছেন।[12]

৪. আবু বকর ও উমরের উক্তি মানা বাধ্যতামূলক; বাকিদের নয়।[13]

৫. খুলাফায়ে রাশিদিন তথা আবু বকর, উমর, উসমান ও আলির উক্তি দলিল; অন্যদের নয়।

উপরিউক্ত অভিমতের প্রথম মতটিই সঠিক। এর কয়েকটি প্রমাণ এই :

ক. কুরআন হতে দলিল

মহান আল্লাহ বলেন,

---

[8] *মাকাসিদুশ শারিআতিল ইসলামিয়া* : ৫৯৬, ৫৯৭।

[9] *হাকিকাতুল বিদআতি ওয়া আহকামুহা* : ১/৩২০।

[10] *মাজমুউল ফাতাওয়া* : ৫/৪১৩; *ইলামুল মুআক্কিয়িন* : ৪/১২০।

[11] *মাকাসিদুশ শারিআতিল ইসলামিয়া* : ৫৯৭।

[12] *হাকিকাতুল বিদআতি ওয়া আহকামুহা* : ১/৩২৭।

[13] *আল-আহকাম, আল-আমিদি* : ৪/১৩০; *হুজ্জিয়াতু কাউলিস সাহাবি* : ৪০।

﴿وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ﴾

> আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাঁদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যেগুলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত, তাঁরা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য। [সুরা তাওবা : ১০০]

হাফিজ ইবনু জারির এই আয়াতের তাফসিরে মুহাম্মাদ ইবনু কাব আল কুরাজির সনদে বলেন, উমর রা. এমন এক লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যে উপরিউক্ত আয়াত তিলাওয়াত করছিল। এরপর সে লোকটি যখন এই স্থানে পৌঁছায়—وَرَضُوْا عَنْهُ 'তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে'—উমর লোকটির মাথা ধরে প্রশ্ন করলেন, 'এটা তুমি কার থেকে শিখেছ?' সে বলল, 'উবাই ইবনু কাব।' উমর বললেন, 'যতক্ষণ আমি তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে না যাচ্ছি, ততক্ষণ আমার কাছ থেকে সরবে না।'

তিনি তাঁকে উবাই ইবনু কাবের কাছে নিয়ে এসে বললেন, 'আপনি কি এই লোকটিকে এইভাবে কুরআনের এই আয়াত শিক্ষা দিয়েছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' উমর জানতে চাইলেন, 'আপনি কি এটা রাসুল থেকে শুনেছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' উমর বললেন, 'আমি ধারণা করতাম, আমরা (মুহাজির) এমন মর্যাদায় উন্নীত হয়েছি যে, আমাদের পরবর্তী কেউ আমাদের সমান হতে পারবে না!' উবাই রা. বললেন, 'এ আয়াতের সত্যতা রয়েছে সুরা জুমুআর শুরুতে :

﴿وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾

> এবং তাদের মধ্য হতে অন্যদের জন্যও, (এ রাসুলকেই পাঠানো হয়েছে) যারা এখনো তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি। আর তিনিই মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সুরা জুমুআ : ০৩]

সুরা হাশরে এসেছে,

﴿وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَاۤ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾

> যারা তাদের পরে এসেছে তাঁরা বলে, হে আমাদের রব, আমাদের এবং আমাদের যে-সকল ভাই ইমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের ক্ষমা করুন এবং যারা ইমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু। [সুরা হাশর : ১০]

সুরা আনফালে এসেছে,

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

> আর যারা পরে ইমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সঙ্গে জিহাদ করেছে, তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত। আর আত্মীয়স্বজন একে অপরের তুলনায় অগ্রগণ্য আল্লাহর কিতাবে। নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে মহাজ্ঞানী। [সুরা আনফাল : ৭৫]

উমরের প্রশ্ন করার কারণ ছিল, তিনি এই আয়াতকে [সুরা তাওবা : ১০০] أنصارُ 'আনসারু' শব্দ দিয়ে পড়তেন, আর وَالَّذِينَ 'ওয়াল্লাজিনা'র স্থলে পড়তেন الَّذِينَ 'আল্লাজিনা'।[১৪]

অপরদিকে উবাই ইবনু কাব أنصارِ 'আনসারি' শব্দ দিয়ে পড়তেন। ফলে السَّابِقُونَ 'আস-সাবিকুন' (অগ্রগামী) শব্দের মাধ্যমে কেবল মুহাজিরদেরই বুঝানো হতো না। উবাই ইবনু কাবের 'আনসারি' শব্দ দিয়ে পড়ার বিষয়টি যখন উমরের কাছে পরিষ্কার হলো, তখন তিনি বুঝলেন এটা মুহাজিরিন শব্দের সঙ্গেও যুক্ত। তিনি বললেন, 'আমি মনে করতাম, আমরা (মুহাজিরিন) এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছি যে, পরবর্তী কেউ আমাদের সমকক্ষ হতে পারবে না।'

উমরের এই কথাগুলো হতে আলোচ্য প্রথম মতের সপক্ষে যুক্তি পাওয়া যায়, যারা বলেছেন সকল সাহাবির মতামত আমাদের জন্য দলিল। কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না। আয়াতে সবারই ইলম, মর্যাদা, জিহাদ ও আমলের ব্যাপারে প্রশংসা করা হয়েছে এবং পথপ্রদর্শক বা অগ্রগামী বলা হয়েছে। ইবনুল কাইয়িম—যিনি এর সপক্ষে বলেছেন যে, সাহাবিদের অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক, তিনি এই আয়াত দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম মালিক রাহ.-ও এই আয়াত দলিল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।[১৫] ইবনুল

---

[১৪] *তাফসিরুত তাবারি* : ১৪/৪৩৮।

[১৫] *ইলামুল মুআক্কিয়িন* : ৪/১২৩।

কাইয়িম বলেছেন, এই আয়াত সাহাবিদের প্রশংসা করেছে এবং আমাদের সামনে প্রকাশ করছে যে, তাঁরা এমন নেতা, যাঁদের উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা হবে এবং তাঁদের মতামত অনুসরণ করতে হবে। এখানে তাঁদেরও প্রশংসা করা হয়েছে, যাঁরা তাঁদের একজন বা সকলকে অনুসরণ করে—যতক্ষণ অনুসৃত বিষয়টি কোনো শরিয়তের দলিলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়।[১৬]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেছেন,

> তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানুষের জন্য যাদের বের করা হয়েছে। তোমরা ভালোকাজের আদেশ দেবে এবং মন্দকাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ইমান পোষণ করবে। [সুরা আলে ইমরান : ১১০]

ইবনু জারির রাহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় জাহদাক রাহ. হতে বর্ণনা করেছেন, এই আয়াতে বিশেষভাবে সাহাবিগণের কথা বলা হয়েছে।[১৭] এঁরা আল্লাহর বাণী বহনকারী, যাঁদের অনুসরণ করতে আল্লাহ মুসলিমদের আদেশ করেছেন।

আল্লামা শাতিবিও এটা প্রমাণের পর বলেছেন, সাহাবিদের সুন্নাত অনুসরণীয়। তাঁদের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[১৮] তিনি বলেন, এই আয়াতে অন্য সকল উম্মতের ওপর এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, সাহাবিদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বাবস্থায় অনড় থাকবে। তাঁরা সর্বদা শরিয়তের অনুগামী ছিলেন এবং শরিয়তবিরোধী কাজ থেকে দূরে ছিলেন। সাহাবিদের অনুসরণ আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে কুরআনের আয়াতের আলোকে আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহ. অত্যন্ত উন্নত ও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১৯]

খ. সুন্নাহ হতে দলিল

রাসুল ﷺ বলেছেন,

> মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা। এরপর দ্বিতীয় এবং তারপর তৃতীয় যুগের লোকেরা শ্রেষ্ঠ।[২০]

---

[১৬] *ইলামুল মুআক্কিয়িন* : ৪/১২৩-১২৯।

[১৭] *তাফসিরুত তাবারি* : ৭/১০২।

[১৮] *আল-মুওয়াফাকাত* : ৪/৭৪।

[১৯] *ইলামুল মুআক্কিয়িন* : ৪/১২৩-১৩৫।

[২০] *সহিহ মুসলিম* : ২/১৯৬৫।

রাসুলের উপরিউক্ত বাণী দ্বারা বোঝা যায়, শ্রেষ্ঠত্বের বিবেচনায় সর্বক্ষেত্রে তাঁদের অগ্রগামী মেনে নিতে হবে। বিশেষত সঠিকতায় পৌঁছার ক্ষেত্রে তাঁদের সফলতার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা চাই।[২১] অতএব, বোঝা গেল সাহাবিগণ সব ধরনের শ্রেষ্ঠত্বে অন্যদের তুলনায় অগ্রগামী। সেটা ইলম-আমলের শ্রেষ্ঠত্ব হোক অথবা দীন, ইবাদত বা দীনি ব্যাখ্যা কিংবা তাফসিরের শ্রেষ্ঠত্ব হোক—সব ধরনের দুর্বোধ্য মাসআলার বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যায় তাঁরা পারদর্শী। এটা এমন এক সত্য ও বাস্তবতা, যা কেবল নাস্তিকরাই অস্বীকার করতে পারে; মুসলমানরা নয়।[২২]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. হতে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেছেন,

> আল্লাহ তাআলা যত নবি পাঠিয়েছেন, সবার উম্মতের মধ্যে ছিলেন তাঁদের সাহায্যকারী সঙ্গীসাথি। এ সকল সাথি নবির সুন্নাতমতে আমল করেছেন এবং তাঁর নির্দেশ মান্য করেছেন।[২৩]

ইমাম বায়হাকি রাহ. এই হাদিস দ্বারা সাহাবিদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইলম, আমল ও ইখলাসের ক্ষেত্রে উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ দিয়েছেন।[২৪]

গ. সাহাবিদের বাণী হতে দলিল

হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা. বলেছেন, হে লোকেরা, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ অনুসরণ করো। আল্লাহর শপথ, তোমরা তাঁদের অনুসরণ করলে ব্যাপকভাবে সফল হবে। আর যদি তোমরা ডানে বা বামে পথ হারিয়ে ফেল, তাহলে নিশ্চয় তোমরা ব্যাপকভাবে পথভ্রষ্ট হবে।[২৫]

খতিবে বাগদাদি রাহ. আমির শাবি হতে বর্ণনা করেছেন, (তাবিয়িগণ) সাহাবিদের কাছ থেকে যা কিছু বর্ণনা করেছেন, তা মেনে নাও।[২৬]

ঘ. ইমাম ও আলিমদের উক্তি হতে দলিল

১. ইমাম শাফিয়ি রাহ. বলেছেন, কুরআন-সুন্নাহে কোনো বিষয়ের দলিল পাওয়া গেলে সেটা অনুসরণ না করার কোনো অজুহাত নেই। দলিল না

[২১] *ইলামুল মুআক্কিয়িন* : ৪/১৩৬।
[২২] *মাজমুউল ফাতাওয়া* : ৪/১৫৯।
[২৩] *সহিহ মুসলিম* : ১/৬৯।
[২৪] *আল-ইতিকাদ*, বায়হাকি : ৩১৯।
[২৫] *হিলইয়াতুল আউলিয়া* : ১০/২৮০; *আল-বিদআ*, ইবনু ওয়াদ্দাহ : ১০।
[২৬] *হাকিকাতুল বিদআতি ওয়া আহকামুহা* : ১/৩২৯।

পেলে রাসুলের সাহাবিদের সমষ্টিগত বা পৃথক মতামত অনুসন্ধান করি।[২৭]

তিনি আরও বলেন, তোমার মতকে তুমি কোনো উৎস বা উৎসের কিয়াসের সঙ্গে তুলনা না করে মনগড়া মতামত দেওয়ার কোনো অধিকার তোমার নেই। উৎস হলো কুরআন, সুন্নাহ ও রাসুলের কোনো একজন সাহাবির উক্তি অথবা উম্মতের ইজমা।[২৮]

২. ইমাম আহমাদ রাহ. বলেছেন, দীনের ব্যাপারে এই (নববি ও সাহাবিযুগের পরবর্তী) লোকদের কাউকে অনুসরণ করো না। রাসুল ﷺ এবং তাঁর সাহাবিদের থেকে যা এসেছে, তা অনুসরণ করো। এরপর তাঁদের পরবর্তীদের (তাবিয়িন) অনুসরণ করো। তবে এ ব্যাপারে মানুষের ইখতিয়ার রয়েছে।[২৯]

৩. ইমাম মালিক রাহ.-এর উক্তি : মদিনাবাসীর কর্ম দলিল হওয়ার ব্যাপারে ইমাম মালিকের মতামত সুখ্যাত; কিন্তু সাহাবিদের কথা বা কাজের ক্ষেত্রে মত দিতে গিয়ে তিনি সেটাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং সাহাবিদের—বিশেষত যাঁরা রাসুলের পরে খলিফা ছিলেন, তাঁদের মতকে ওয়াজিব বলেছেন।[৩০]

৪. ইবনু তাইমিয়া রাহ.-এর বিশ্লেষণ : তিনি বলেন, আলিমদের মধ্যে যাঁরা বলেছেন—একজন সাহাবির একক মত মানা ওয়াজিব। এর অর্থ—যতক্ষণ-না সেই মতের বিপক্ষে অন্য কোনো সাহাবির মত এবং নস পাওয়া যাবে। এ ছাড়া বিষয়টি সুপরিচিত হলে এবং তাতে কেউ আপত্তি না করলে সেটা ওই মতের পক্ষে অনুমোদন বলে ধরা হবে। সুতরাং যদি জানা যায় তাঁরা অনুমোদন দিয়েছেন এবং বিরোধিতা করেননি, তাহলে সেটা অনুমোদনসাপেক্ষ ইজমা বলা যায়। কারণ, তাঁরা মিথ্যা বা বাতিলকে অনুমোদন দিতেন না।

পক্ষান্তরে কোনো মত যদি সুপরিচিত না হয়, কিংবা দেখা যায় কেউ সেটার বিরোধিতা করেছেন, তাহলে সেই মত অনুসরণ করা ওয়াজিব নয়। সেটা সর্বসম্মতিক্রমে দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে না।[৩১]

---

[২৭] আল-উম্ম, শাফিয়ি : ৭/২৬৫।

[২৮] *মানাকিবুশ শাফিয়ি* : ৩৬৭।

[২৯] *মাসায়িলুল ইমাম আহমাদ*, আবু দাউদ : ২৭৬।

[৩০] *ইলামুল মুআক্কিয়িন* : ৪/১২৩; *তারতিবুল মাদারিক* : ১/৬৪।

[৩১] *মাজমুউল ফাতাওয়া* : ১/২৮৩।

৫. রাসুলের বাণী, ‘আমি এবং আমার সাহাবিরা যে পথের ওপর আছি’[৩২]—এর ব্যাখ্যায় শাতিবি রাহ. বলেন, এর অর্থ হলো, তাঁরা যা বলেছেন, করেছেন এবং ইজতিহাদ করেছেন এর সবই সাধারণভাবে দলিল। এর ভিত্তি হলো সাহাবিদের প্রতি রাসুলের সাক্ষ্য ও সত্যায়ন। সুতরাং তাঁদের কথা ও কাজ অনুসরণ করতে হবে। এই ফজিলত সাহাবিগণ ব্যতীত অন্য কোনো দলের নেই।[৩৩] তিনি *আল মুওয়াফাকাতে* লেখেন, সাহাবিদের পথ অনুসরণ করতে হবে এবং প্রমাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[৩৪]

---

[৩২] *আস-সিলসিলাতুস সাহিহাহ* : ১/১২, ২৫।

[৩৩] *আল-ইতিসাম* : ২/২৬৩।

[৩৪] *আল-মুওয়াফাকাত* : ৪/৭৪।

পঞ্চম অধ্যায়

আলির খিলাফতকালে রাজ্যব্যবস্থা

- রাজ্যসমূহ
- গভর্নর নিয়োগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজ্যসমূহ

এক. মক্কা মুকাররমা

উসমান ইবনু আফফানের শাহাদাতবরণের সময় খালিদ ইবনু সায়িদ ইবনুল আস রা. ছিলেন মক্কার গভর্নর। আলি রা. শাসনভার হাতে নেওয়ার পর তাঁকে অপসারণ করে আবু কাতাদা আনসারি রা.-কে মক্কার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন।[৩৫] বাহ্যত মনে হয়, তাঁর গভর্নরির মেয়াদ ছিল সংক্ষিপ্ত। কারণ, আলি রা. যখন দারুল খিলাফত তথা রাজধানী মদিনা থেকে কুফায় স্থানান্তর করেন, তখন কুসাম ইবনু আব্বাস রা.-কে মক্কার গভর্নর বানানো হয়[৩৬] এবং আবু কাতাদা আনসারিকে অপসারণ করা হয়।[৩৭] অনুরূপভাবে আবু কাতাদার গভর্নরির মেয়াদ ছিল প্রায় দুই মাস। তাঁর এই সময়ে উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা সামনে আসেনি। অবশ্য কুসাম ইবনু আব্বাসের গভর্নরির ব্যাপারে অধিকাংশ ইতিহাসসূত্রে এমন উল্লেখ পাওয়া যায় যে, আলি রা. তাঁকে একই সময়ে মক্কার পাশাপাশি তায়েফেরও দায়িত্ব অর্পণ করেন।[৩৮]

আলির খিলাফতকালে মক্কায় বিশেষ কোনো ঘটনা সংঘটিত হয়নি। সর্বোচ্চ মক্কার গভর্নরবৃন্দ এবং হজের সময়ের ব্যাপারে কিছু তথ্যের বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। কেননা, ইসলামি সালতানাতের বিভিন্ন জায়গায় জটিল সব ফিতনা নির্মূলে ব্যস্ত ছিলেন আলি ইবনু আবি তালিব। তিনি তাঁর গোটা খিলাফতকালে হজের জন্য কখনো মক্কায় আসতে পারেননি। অবশ্য হজের দিনগুলোতে কাউকে নিজের নায়েব হিসেবে পাঠাতেন, যিনি হাজিদের নেতৃত্ব দিতেন। বিভিন্ন বর্ণনা

[৩৫] *আল-ওয়ালায়াতু আলাল বুলদান* : ২/৩; *তারিখু খালিফা ইবনু খাইয়াত* : ২০১।

[৩৬] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/৪৪০।

[৩৭] *তারিখুল ইয়াকুবি* : ২/১৭৯।

[৩৮] *আল-কামিল ফিত-তারিখ* : ৩৯৮।

থেকে জানা যায়, ৩৭ হিজরিতে কুসাম ইবনু আব্বাস রা. হাজিদের নেতৃত্ব দেন। ইতিহাস-সূত্রগুলোতে এ বিষয়ে মতভিন্নতা রয়েছে যে, ৩৬ হিজরিতে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস এবং ৩৮ হিজরিতে উবায়দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-কে হাজিদের নেতৃত্ব দিয়ে পাঠানো হয়।[৩৯]

৩৯ হিজরিতে মুআবিয়া রা. সিরীয় নেতাদের একজনকে সিরিয়ার হাজিদের সঙ্গে পাঠান। তাঁকে নির্দেশ দেন মক্কায় পৌঁছে সকলের নেতৃত্ব দিতে। তিনি মক্কায় পৌঁছালে তাঁর এবং কুসাম ইবনু আব্বাসের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ব্যাপারটি এতদূর গড়ায় যে, কিছু সাহাবি যদি এতে হস্তক্ষেপ করে মীমাংসা করে না দিতেন তাহলে যুদ্ধ বেধে যেত। আলহামদুলিল্লাহ, তাঁরা এ ব্যাপারে সন্ধি করে নেন যে, বনু শায়বার কোনো সদস্য হাজিদের নেতৃত্ব দেবে। সেই মতে, খুবই সুষ্ঠুভাবে হজের কাজ সম্পন্ন হয়। পরে আর কোনো কথা উঠেনি।[৪০]

এরপর কুসাম ইবনু আব্বাস স্থায়ীভাবে মক্কার গভর্নর থেকে যান। একপর্যায়ে বুসর ইবনু আরতাআহ রা.-এর নেতৃত্বে মুআবিয়ার বাহিনী মক্কায় অভিযান পরিচালনা করে। কুসাম তাঁর প্রাণের ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান। এভাবে সমাপ্তি ঘটে কুসামের গভর্নরির। মক্কার কর্তৃত্ব আলির হাতছাড়া হয়ে যায়। এরপর মক্কা পুনরুদ্ধারে আলি তাঁর বাহিনী পাঠান; কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বেই তিনি শাহাদাতবরণ করেন।[৪১]

দুই. মদিনা মুনাওয়ারা

নববি যুগ এবং তাঁর পরবর্তী তিন খলিফার শাসনামলে মদিনা ছিল ইসলামি সালতানাতের দারুল খিলাফাহ তথা রাজধানী। খলিফা এখানেই অবস্থান করতেন এবং নিজে উপস্থিত থেকে রাষ্ট্রের সব কাজ নিজেই সামাল দিতেন। কোথাও সফরে গেলে কাউকে নিজের নায়েব নিযুক্ত করে যেতেন, যিনি সার্বিক অবস্থা দেখভাল করতেন; কিন্তু আলির হাতে খিলাফতের বায়আতের পর এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। উসমানের শাহাদাতের পর রাষ্ট্রের সার্বিক পরিস্থিতি ও অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা—বিশেষত তালহা, জুবায়ের ও আয়েশা সিদ্দিকার উষ্ট্রের যুদ্ধের পূর্বে ইরাকগমন—আলিকে ইরাকে দারুল খিলাফত প্রতিষ্ঠায় বাধ্য করে।[৪২]

---

[৩৯] *তারিখু খালিফা ইবনু খাইয়াত* : ১৯১-১৯৮।

[৪০] *আল-ওয়ালায়াতু আলাল বুলদান* : ২/৪; *তারিখুত তাবারি* : ৬/৭৯।

[৪১] *আল-ওয়ালায়াতু আলাল বুলদান* :২/২; *তারিখু খালিফা ইবনু খাইয়াত* : ৮।

[৪২] *আল-ওয়ালায়াতু আলাল বুলদান* : ১/২; *তারিখু খালিফা ইবনু খাইয়াত* : ১৮১।